দ্রোহের তপ্ত লাভা

আলী হাসান উসামা

চেতনা প্রকাশন

বই : **দ্রোহের তপ্ত লাভা**
লেখক : আলী হাসান উসামা

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২
প্রকাশনা : ২২

প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
পৃষ্ঠাসজ্জা : আবু তাইমিয়া

প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ, মোবাইল : ০১৭১২-৯৪৭ ৬৩৫
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার, পরিধি

মূল্য : ৫০০.০০৳

DROHER TOPTO LAVA by Ali Hasan Usama. Published by Chetona Prokashon.

e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

অর্পণ

আবুল কালাম আজাদ
আমার আজকের অবস্থানে আসার পেছনে যার অবদান সবচে
বেশি, সেই প্রিয় সহোদরের উদ্দেশ্যে অধমের এই ক্ষুদ্র উপহার

বিষয়সূচি

মজলুম ফরজের ওপর আর কত জুলুম করবে/৯
সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ/৪৬
সন্ত্রাস ও জিহাদের পার্থক্য/৪৬
সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের পার্থক্য/৪৭
জিনজাতির জঙ্গিবাদ/৫১
কেন এই বাঁধভাঙা স্রোত/৫৭
আকাবিরের নাম বেচে আর কতদিন/৬১
ড. রাগিব সিরজানির কলমে ইসলামের ওয়ালা বারা আকিদার ভয়াবহ বিচ্যুতি/৬৫
ভূমিকা থেকে দুটো পয়েন্ট/৬৬
উপরিউক্ত পয়েন্ট দুটির পর্যালোচনা/৬৭
পর্যালোচনা/৭৪
কাফিরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ/৮৫
দারুল কুফরে জুমআর সালাতের বিধান/৯০
সমাজ সংশোধনে মুফতি শফি রহ.-এর দশটি চিন্তাধারা/৯৩
ইসলামি সমাজবিপ্লবের পদক্ষেপ/৯৬
জ্ঞানের দুর্ভিক্ষ/৯৮
আর কতকাল আমরা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবো/১০১
বাংলাদেশ : নিখাদ বাঙালির নিরপেক্ষ প্রেক্ষিত/১১০
কথিত ইসলামি গণতন্ত্র/১১২
কোন ধোঁয়াশার পেছনে ছুটছে তারা/১১৬
মিছে সান্ত্বনায় প্রতারিত উম্মাহ/১১৮
আসাবিয়্যাহ ও জাত্যভিমান/১১৯
কবে ভাঙবে এই নিদ্রা/১৬০
কারাবন্দি মাওলানা আর একদল মুসলিমের বাঁধভাঙা উল্লাস/১২২
এক মজলুম মাওলানা/১২২
চলে গেলেন মাওলানা আর রেখে গেলেন হেকমতিয়ারদের জন্য হাজারো অজুহাত/১২৫
পরস্পরবিরোধী দুই মানহাজের চিন্তাধারার চিত্র/১২৯

মাওলানার গ্রেফতার নিয়ে কিছু কথা/১২৯
এসব কী করে হয়েছে/১৩১
যুগের মুজাদ্দিদ/১৩৫
দাজ্জালি মিশনে জাদুর গুরুত্ব/১৪৭
কুরবানির চামড়া সংগ্রহ : প্রসঙ্গ কথা/১৫১
কুরবানিকে কুরবানি করার চেতনা/১৫১
চাঁদা সংগ্রহ প্রসঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলিমদের কয়েকটি উদ্ধৃতি/১৫৩
চামড়া সংগ্রহের বিকল্প/১৫৫
মজলুমের সাহায্য সবার আগে/১৫৭
রোহিঙ্গা : অতীত থেকে বর্তমানে/১৬৪
রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পথ/১৬৬
হুসাইন ইবনু মানসুর হাল্লাজ/১৬৯
জযবাতিদের তড়িৎপ্রবণতা/১৭৩
বিয়ে ও অবাধ্য নারী/১৭৭
বিয়ে সফলতার সোপান/১৭৭
নারীর অবাধ্যতা/১৮৩
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ আলাপন/২০৫
নফসের মুজাহিদ/২১১
প্রসঙ্গ : দলান্ধতা/২১৪
প্রসঙ্গ : অপ্রিয় সত্য/২১৭

মজলুম ফরজের ওপর আর কত জুলুম করবে?

আমরা ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে এসেছি, আমাদের নবি ﷺ হলেন রহমতের নবি। আল্লাহ নিজেই তাকে বলেছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে জগৎবাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।[১]

যদিও এই কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি শৈশবকাল থেকেই; কিন্তু আমার ধারণা, এর যথার্থ ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ মানুষই পরিচিত নয়। হ্যাঁ, অনেকে আছেন, যারা এর বিকৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত। যারা এই আয়াত উল্লেখ করে দাওয়াতকে তো ঠিকই প্রমোট করে; কিন্তু অস্পষ্ট স্বরে জিহাদের বিরুদ্ধেও দু-চার বাক্য বলতে চায়। যারা নবির রহমত হওয়ার কথা শুনিয়ে জিহাদের গুরুত্বহীনতা প্রচার করতে চায়। তো আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রথমে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টি স্পষ্ট করব যে, মুহাম্মাদ ﷺ রহমতের নবি হওয়ার অর্থ কী।

এই বিষয়টি বুঝতে হলে প্রথমে আমাদেরকে অতীতে ফিরে যেতে হবে। ইতিহাসের পাতায় তাকাতে হবে। লুত আ.-এর সম্প্রদায় নাফরমানি করেছিল। সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল। বদলা আল্লাহ নিজে নিয়েছেন। পুরো সম্প্রদায়কে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। নুহ আ.-এর সম্প্রদায় নাফরমানি করেছিল। বদলা আল্লাহ নিজে নিয়েছেন। পুরো সম্প্রদায়কে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। শুয়াইব আ.-এর সম্প্রদায় নাফরমানি করেছিল। বদলা আল্লাহ নিজে নিয়েছেন। পুরো সম্প্রদায়কে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। সালেহ আ.-এর সম্প্রদায় নাফরমানি করেছিল। বদলা আল্লাহ নিজে নিয়েছেন। পুরো সম্প্রদায়কে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। আদ জাতি ধ্বংস হয়েছে। সামুদ জাতি ধ্বংস হয়েছে। এরকম অসংখ্য

[১] সুরা আম্বিয়া : ১০৭

অগণিত জাতি ধ্বংস হয়েছে। যখন আমাদের নবির সময় এলো, আল্লাহ তাঁর মাথায় রহমতের তাজ রাখলেন, তাকে নবুওয়াত প্রদান করলেন, তখন আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিলেন, আমার সুন্নাহ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে, আমার সুন্নাহয় কখনো রদবদল হয় না—

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

আল্লাহর রীতি, যা আগে থেকেই চলে এসেছে। আপনি আল্লাহর রীতির কোনো পরিবর্তন পাবেন না।[২]

তবে আমার সুন্নাহ প্রয়োগের পদ্ধতির মাঝে আমি খানিকটা পরিবর্তন আনলাম। আগে রীতি ছিল, আমি আমার নবিগণের নাফরমানদের বদলা নিজেই নিতাম। তাদেরকে ধ্বংস করে দিতাম। ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দিতাম। কোনো গোস্তাখে রাসুল ও মুনকিরে রাসুলকে ছাড়তাম না। আমার পাকড়াও থেকে কেউ বাঁচত না। আপনি যেহেতু রহমতের নবি, তাই আপনার কারণে আজাবের পদ্ধতিতে খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন পদ্ধতি হলো :

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে জয়ী করবেন, মুসলমানদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করে দেবেন।[৩] আল্লাহ যার ব্যাপারে ইচ্ছা করেন, তার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি ভেবেছ, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনো যাচাই

[২] সুরা ফাতহ : ২৩

[৩] মুসলমানরা যখন দুর্বল ছিল, তখন মুশরিকরা তাদের ওপর অত্যাচার করত। যার কারণে মুসলমানদের হৃদয় দুঃখ-পীড়িত ও ব্যথিত ছিল। যখন তোমাদের হাতে তারা খুন হবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের ভাগে আসবে, তখন স্বাভাবিকভাবে অত্যাচারিত মুসলিমদের কলিজা ঠান্ডা হবে ও তাদের মনের রাগ ও ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে।

করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনরা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে! তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।[৪]

হ্যাঁ, এখনো ফেরেশতা আসবে। তাদের আগমনের ধারা বন্ধ হয়নি। তবে তারা এই উম্মাহর নেতৃত্বাধীন থেকে লড়াই করবে। কমান্ডার হবে এই উম্মাহ। যেমনটা বদরযুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। কুরআন বলছে :

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ۞ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ

যখন তোমাদেরই মধ্যকার দুটি দল চিন্তা করছিল যে, তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী ছিলেন। মুমিনদের তো আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা উচিত। আল্লাহ বদরযুদ্ধের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় তোমাদের সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন ছিলে। সুতরাং তোমরা অন্তরে (কেবল) আল্লাহর ভয়কেই জায়গা দিয়ো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (বদরের যুদ্ধকালে) যখন তুমি মুমিনদেরকে বলেছিলে, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন? নিশ্চয়ই, বরং তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তারা এই মুহূর্তে অকস্মাৎ তোমাদের কাছে এসে পড়ে, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেবেন, যারা তাদের বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত থাকবে। আল্লাহ এ ব্যবস্থা কেবল এ জন্যই করেছেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ লাভ করো এবং এর দ্বারা তোমাদের

[৪] সুরা তাওবা : ১৪-১৬

জিনজাতির জঙ্গিবাদ

জিনরা মানুষের মতোই শ্রেণিবিভক্ত। মুসলমান কাফির, ভালো মন্দ, আস্তিক নাস্তিক—এগুলো যেমন মানুষের মধ্যে আছে, তেমনই জিনদের মধ্যেও আছে। জিনদের ভাষায়—

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا

নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কতক রয়েছে সৎকর্মপরায়ণ আর কতক রয়েছে এর চেয়ে ভিন্ন। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। [সুরা জিন : ১১]

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

আমাদের মধ্যে কতক মুসলিম হয়ে গেছে আর কতক রয়েছে জালিম। তো যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হেদায়াতের পথ খুঁজে পেয়েছে। আর যারা জালিম, তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন। [সুরা জিন : ১৪-১৫]

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, "জিনরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, যেমনটা আলিমগণ বলেছেন। জিনদের মধ্যে মুসলিম মুশরিক খ্রিষ্টান সুন্নি বেদাতি সবই রয়েছে। জিনদের মধ্যে কাফির ফাসিক বদকার রয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণির জিন তার অনুরূপ মানব-শ্রেণির প্রতি আকর্ষিত হয়। ইহুদি জিন ইহুদি মানুষের সাথে, খ্রিষ্টান জিন খ্রিষ্টান মানুষের সাথে, মুসলমান মুসলমানের সাথে, ফাসিক ফাসিকের সাথে, জাহেল বেদাতি জিন অনুরূপ জাহেল বেদাতি মানুষের সাথে (সম্পর্ক গড়ে)।

[মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৩০৬, ১৯/৩৯, ৮/৫৩৪; মাজমুআতুর রাসায়িলিল কুবরা : ১/৬৬]

২.

পুরো দুনিয়া এক নেজামের অধীনে চলে। সুন্নাতুল্লাহ হলো, মুমিন এবং জিন্দিক-কাফিরদের মাঝে, আহলুত তাওহিদ এবং আহলুশ শিরকের মাঝে বিবাদ-লড়াই ঘাত-প্রতিঘাত জারি থাকবে। আল্লাহ তাআলা একদলের দ্বারা অপরদলকে প্রতিহত করবেন। এর মাধ্যমে দুনিয়ার নেজাম ঠিক থাকবে এবং টিকে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলের দ্বারা অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জগৎসমূহের ওপর অনুগ্রহশীল। [সুরা বাকারা : ২৫১]

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হতো খানকাহ গির্জা ইবাদতখানা ও মসজিদসমূহ—যাতে আল্লাহ তাআলার জিকির হয় বেশি-বেশি। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তার দীনের সাহায্য করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। [সুরা হজ : ৪০]

মানুষের মধ্যে যেমন হারবি কাফির রয়েছে, যাদের সঙ্গে লড়াই করার বৈধতা শরিয়তই ঘোষণা করেছে এবং যারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে ইসলামের দীপ্ত মশালকে নিভিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর, তেমনই জিনের মধ্যেও এই শ্রেণি রয়েছে, যারা সুযোগ পেলেই মুমিন জিন সম্প্রদায়ের ওপর চড়াও হয় এবং জিনসমাজ থেকে ইসলামকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দিতে চায়। আবার অমুসলিম জিনদের মধ্যে আহদ-চুক্তিকারী জিনও রয়েছে।

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الجن الكفار كانوا يقاتلون الجن المؤمنين".اهـ[مجموع الفتاوى ١٩/٣٦٠]

"فنبينا صلى الله عليه وسلم هو مع الجن كما هو مع الإنس, والإنس معه إما مؤمن به, وإما مسلم له, وإما مسالم له, وإما خائف منه, كذلك الجن منهم المؤمن به, ومنهم المسلم له مع نفاق, ومنهم المعاهد المسالم لمؤمني الجن, ومنهم الحربي الخائف من المؤمنين".اهـ[النبوات ص٣٩٧].

কাফির জিনরা মুমিন জিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। [মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৮/৩৬০]

আমাদের নবি ﷺ মানুষের সঙ্গে যেমন, জিনদের সঙ্গেও তেমন। তার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে মানুষের তিন শ্রেণি রয়েছে—তার প্রতি ইমান আনয়নকারী, বাহ্যিক ইসলামি পরিচয়ধারী, শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ। একইভাবে জিনদেরও তিন শ্রেণি রয়েছে—তার প্রতি ইমান আনয়নকারী, নিফাকের সঙ্গে ইসলামি পরিচয়ধারী, মুমিন জিনদের সঙ্গে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ। এর বাইরে রয়েছে হারবি কাফিররা, যারা মুমিনদের ব্যাপারে ভীত থাকে। [নবুওয়াত : ৩৯৭]

কুরআন-সুন্নাহর অধিকাংশ নসই বর্ণিত হয়েছে সালাত এবং জিহাদের ব্যাপারে। কুরআন-সুন্নাহর সম্বোধিত পাত্র শুধু মানুষ নয়, বরং জিনও। ইসলাম জিন এবং ইনসানের জন্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ জিন এবং ইনসানের নবি। যুগে যুগে মানুষেরা যেমন জিহাদ করেছে, জিনেরাও করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, "সুলায়মান আ. ছিলেন মহান যোদ্ধা, প্রায়শই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। জলে-স্থলে তার যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতেন। একদা তিনি এক সমুদ্র উপদ্বীপের (অত্যাচারী) শাসকের ব্যাপারে অবগত হন, অনন্তর সুলায়মান আ. তার মানুষ ও জিন বাহিনী নিয়ে বাতাসে চড়ে সেই সমুদ্র উপদ্বীপে গিয়ে অবতরণ করেন। এরপর তিনি সেখানকার শাসককে হত্যা করেন এবং সকল নাগরিককে বন্দি করেন। ... [কিতাবুত তাওয়াবিন : ১৬]

এ প্রেক্ষিতেই শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, এই মূলনীতির ওপর তথা জিনেরা হজ করে সালাত আদায় করে জিহাদ করে এবং তারা গুনাহের শাস্তি পাবে—প্রমাণবহনকারী আয়াত হাদিসে বর্ণিত দলিলের সংখ্যা অত্যধিক।" [মাজমুউল ফাতাওয়া : ৪/২৩৬, ৪/৪৯৪]

জিনদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সর্বমোট সংখ্যা এবং তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া তো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দু-চারটি ঘটনার কথা বর্ণনায় পাওয়া যায়। যেমন—

কেন এই বাঁধভাঙা স্রোত

এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। ইনসাফের সঙ্গে উত্তর দেবেন। কোনো অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

বললাম, জি বলতে পারেন।

তিনি বললেন, উম্মাহর মধ্যে সাধারণভাবে পরিচিত মান্যবররা প্রায় সবাই অস্থির ও উদ্‌বিগ্ন। তারপরও তরুণ মেধাবী তালিবুল ইলমরা, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকরা ও ইসলামপ্রিয় জনতা কেন একদিকে ঝুঁকে পড়ছে? কোনোরকম বাধা দিয়েই তাদেরকে ঠেকানো যাচ্ছে না। যত উঁচু বাঁধই করা হচ্ছে, তারা সব ডিঙিয়ে ঠিকই স্রোতের উলটো দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এর প্রকৃত কারণ কী? কী জাদু করা হয়েছে সবাইকে?

আমি বললাম, আপনি অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। বাস্তবে এই প্রশ্ন হাজার জনের। কেউ হয়তো মুখ ফুটে বলছে আর কেউবা আড়াল করে রাখছে। তবে কৌতূহল সবার ভেতর আছে। এমনকি আমি ও আপনিও এর বাইরে নই। তাহলে আসুন, ভূপৃষ্ঠের বুকে সবচেয়ে সত্যবাদী মনীষী থেকেই আমরা এর জবাব শুনে নিই। তাহলে ভেতরে আর কোনো সংকোচ থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

সালামা ইবনু নুফায়ল কিন্দি রা. বর্ণনা করেছেন :

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَذَالَ النَّاسُ الْخَيْلَ وَوَضَعُوا السِّلَاحَ وَقَالُوا لَا جِهَادَ قَدْ وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ كَذَبُوا الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ وَيُزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَحَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُوحَى إِلَيَّ

أَنِّي مَقْبُوضٌ غَيْرَ مُلَبَّثٍ وَأَنْتُمْ تَتَّبِعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ

(একদিন) আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে, এখন আর কোনো জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ করে বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। এখন, এখনই জিহাদ এসেছে। আর সর্বদা আমার উম্মতের একদল হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে। আল্লাহ তাদের জন্য অনেক সম্প্রদায়ের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন। আর আল্লাহ তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের দ্বারা রিজিক দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটের সাথে কল্যাণ সম্পৃক্ত করে রেখেছেন। আমাকে এ কথা ওহি দ্বারা জানানো হয়েছে যে, অচিরেই আমাকে তুলে নেওয়া হবে (ইন্তিকাল হবে); (চিরদিন) আমাকে রাখা হবে না। আর তোমরা আমার পরে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তোমরা একে অন্যের সাথে মারামারি-কাটাকাটি করবে। আর ইমানদারদের নিরাপদ ঠিকানা হবে শামে। [সুনানুন নাসায়ি : ৩৫৬৩]

উপরিউক্ত হাদিসটি সহিহ। এবার আসুন, এর কয়েকটা পয়েন্টের দিকে আরেকবার নজর দিই :

১. এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, লোকেরা ঘোড়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্র রেখে দিয়েছে এবং তারা বলছে, এখন আর কোনো জিহাদ নেই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে তিনি তার প্রতি লক্ষ করে বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। এখন, এখনই জিহাদ এসেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বলছেন তার জীবনের শেষের দিকে, যেমনটা হাদিসের প্রথমাংশ ও শেষাংশ থেকে অনুমিত হয়। তাহলে 'এখন, এখনই জিহাদ এসেছে' বাক্যটিকে তার আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, জিহাদ ফরজ হয়েছে প্রথম হিজরিতেই। বদরযুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে দ্বিতীয় হিজরিতে। এত বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর এই বাক্যের কী অর্থ?

আসলে জিহাদ পৃথিবীতে এসেছে চিরকালের জন্য। কিয়ামত অবধি তথা দাজ্জাল ধ্বংস হওয়া অবধি তা চলবে। এখনো পৃথিবীতে দাজ্জাল আসেনি।

দাজ্জাল আসার পরের সময়টাও একেবারে কম নয়। কারণ, সে ৪০ দিন বাঁচবে; কিন্তু তার প্রথম দিনই হবে এক বছরের সমান। সে হিসেবে এখনো দাজ্জাল ধ্বংস হতে বহু বছর বাকি। আর এখনই যদি কেউ বলে বসে, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে, তাহলে তা হাস্যকর বৈ কী! জিহাদ তো মাত্র শুরু হলো। মানজিল তো আভী বহুত দূর হ্যায়।

২. সর্বদা আমার উম্মতের একদল হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করেছেন 'কিতাল', যার বঙ্গানুবাদ যুদ্ধ ও লড়াই। শব্দ 'জিহাদ' হলে কিছু লোক এর অপব্যাখ্যা করার অপচেষ্টা চালাত। এখন তো আর সেই পথ খোলা নেই। সহিহ মুসলিমের হাদিসেও একই শব্দে একই কথা জানানো হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে দাজ্জাল ধ্বংস হওয়া অবধি মুসলিম ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলবে। তথাকথিত শান্তির দাঁড়কাকরা এটা কখনোই বন্ধ করতে পারবে না।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এখন, এখনই জিহাদ এসেছে। আর সর্বদা আমার উম্মতের একদল হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করতে থাকবে।' তিনি জিহাদের বিবরণ দিতে গিয়ে কিতালের কথা উল্লেখ করলেন। তার মানে, স্বাভাবিকভাবে জিহাদ মানেই কিতাল। জিহাদ শব্দটির শরয়ি ও পারিভাষিক অর্থ তা-ই। গণতান্ত্রিক নির্বাচন, কৃচ্ছ্রসাধন, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি জিহাদ শব্দের মূল অর্থ কখনোই নয়।

৩. আল্লাহ তাদের জন্য অনেক সম্প্রদায়ের অন্তর ঘুরিয়ে দেবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাক্যটিই আপনার প্রশ্নের উত্তর বহন করে। রাসুল ﷺ যখন বর্তমান, তখনই এই কথা উঠেছে যে, আর জিহাদের দরকার নেই। জিহাদ শেষ হয়ে গেছে। তাই তরবারি ও ঘোড়াও ছেড়ে দিয়েছে। সোনালি যুগেই যদি এরকম ঘটতে পারে, তাহলে পরবর্তীকালে এটা হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এই কথাগুলো যারা বলেছে বা এই কাজগুলো যারা করেছে, তাদেরও মুখভরতি দাড়ি ছিল। বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রাকটিস করত। পরনে শুভ্র বসন ও সফেদ আলখেল্লাও শোভা পেত। এতৎসত্ত্বেও এই মুনাফিকি তারা করেছে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে এটা আরও বেশি, অনেক বেশি হবে—এটাই স্বাভাবিক।

তারা এগুলো করে হয়তো অনেক অন্ধভক্তকে ঠিকই নিজেদের দলে ভেড়াতে সফল হবে; কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তাআলা বহু সম্প্রদায়ের অন্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুজাহিদদের দিকেই ঘুরিয়ে দেবেন। তাদেরকে

আকাবিরের নাম বেচে আর কতদিন

ভারতবর্ষে যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে লড়াই শুরু হয়েছিল, তখনকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন।

সে সময় শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. 'দারুল হারব'-এর ফাতওয়া জারি করেছিলেন। এই ফাতওয়ার ওপর এই অঞ্চলের সবার ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমার জানামতে এমন কোনো প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, অনেকেই হয়তো মেনে নিয়েছিল। আবার অনেকে হয়তো ভিন্নমতও পোষণ করেছিল। থানবি রহ. তার যুগে ভারতবর্ষকে দারুল আমান ফাতওয়া দিয়েছিলেন এবং সেখানে লড়াইকে নিষিদ্ধ বলে ফাতওয়া জারি করেছিলেন। যদিও তখনো ভারত ছিল ব্রিটিশদের অধীনে, সেখানে ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠিত ছিল না, ছিল না রাষ্ট্রে মুসলমানদের বিজয় ও প্রাধান্য, ছিল না ইসলামের সব বিধান মান্য করা ও পালন করার অবাধ সুযোগ।

লড়াইয়ের সূচনাকালে থানাভবনকে দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য করে আমিরুল মুমিনিন হিসেবে নির্ধারণ করা হয় সায়্যিদুত তায়িফাহ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহ.-কে, প্রধান সেনাপতি বানানো হয় কাসিমুল উলুম ওয়াল খায়রাত আল্লামা কাসিম নানুতবি রহ.-কে এবং প্রধান বিচারপতি বানানো হয় ফাকিহুন নাফস রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-কে।

এ থেকে বোঝা যায় :

(ক) সে যুদ্ধ ছিল প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং প্রাথমিকভাবে তার লক্ষ্য ছিল শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা।

(খ) প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য আমির প্রয়োজন। কারণ, যুদ্ধ একক কাজ নয়; দলবদ্ধ কাজ। আর দলবদ্ধ কাজে আমির না থাকলে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। যদি দারুল ইসলামের আমির সরাসরি নিজে তত্ত্বাবধান করেন তাহলে তো সবচেয়ে ভালো। আর যদি যেকোনো কারণে তা সম্ভব না

হয় তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে কাউকে আমির হিসেবে নির্ধারণ করে হলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করা গেলে ভালো। একান্ত তা যদি না-ও হয়, তবুও বিক্ষিপ্তভাবে হলেও লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আর মুতাআখখিরিন ফকিহদের মতানুসারে বর্তমান বিশ্বকে একই আমিরের অধীনে আনা সম্ভব না হলে একাধিক আমির থাকতে পারে এবং প্রত্যেক আমিরের অধীন আলাদা শরিয়াহভিত্তিক দাওলা হতে পারে।

(গ) সমগ্র জমিন আল্লাহর। কেউ এটাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিভক্ত করতে চাইলেও তা বিভক্ত হয় না, আল্লাহর আওতা থেকে বেরিয়ে যায় না। জমিনের যেকোনো অংশের ওপর তামাক্কুন প্রতিষ্ঠা করে সে অংশে ইসলামি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করলেই তা দারুল ইসলাম হয়ে যায়। এর জন্য বিশাল চৌহদ্দি ও অনেক বড় সীমানার অপরিহার্যতা নেই। অন্যথায় থানাভবন এলাকা আর কতটুকুই-বা বড়! তৎকালীন মদিনাও-বা কত বড় ছিল! যে যেখান থেকে লড়াই সূচনা করবে, তার জন্য উচিত প্রথমে সেই অঞ্চলে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা; যাতে করে দারুল ইসলামের একটা রোলমডেল সবার সামনে থাকে এবং আল্লাহর নুসরতও শামিলে হাল হয়।

(ঘ) প্রতিরোধ যুদ্ধ হয়ে থাকে সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে। আমাদের আকাবিররা যে সময় লড়াই করেছিলেন, সে সময় তাদের হাকিকি কুদরত কতটুকু ছিল? সংখ্যায় বা শক্তিতে তারা কি আদৌ ইংরেজ ও তাদের অনুগামীদের সমমানের বা কাছাকাছি ছিলেন? এতৎসত্ত্বেও লড়াই কীভাবে হলো? আর যারা এ অঞ্চলে লড়াই করেছিল, তারা সবাইও কি আদৌ এক আমিরের অধীনে বাইয়াতবদ্ধ হতে পেরেছিল? এমন কোনো অপরিহার্যতার ফাতওয়াও কি আকাবিরদের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছিল? তাহলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রতিরোধ যুদ্ধ যখন ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামর্থ্যে যা কিছু আছে, তা নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। হাকিকি কুদরত আর ওহমি কুদরতের প্রসঙ্গ এখানে আসবে না।

(ঙ) উসমানি সালতানাতের সরাসরি তত্ত্বাবধান ছাড়া আলাদা আমিরের অধীনে নিজেদের রূপরেখা অনুযায়ী লড়াই করে তারা ভারতবর্ষকে দারুল হারব থেকে বের করে পুনরায় দারুল ইসলামে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন; যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে থানাভবনকে দারুল ইসলাম বানিয়ে নিয়েছেন। লড়াই যে তারাই প্রথম শুরু করেছেন, বিষয়টা তা-ও

> নয়। তাদের পূর্বেও লড়াই হয়েছে। ইসমাইল শহিদ ও আহমদ শহিদরাও তাদের হাতে বাইয়াতবদ্ধ ছিলেন না। সেসব লড়াইয়েও আলাদা আমির ছিল। তারাও যে তুরস্কে গিয়ে ইজাজত এনেছেন এবং তাদের তত্ত্বাবধানে থেকে লড়াই করেছেন, এমন প্রমাণও নেই। পুরো ২০০ বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে বেরিয়ে আসবে এমন অনেক আমিরের সন্ধান, দিফায়ি লড়াইয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রন্টে যারা ইমারাহ করেছেন। তাদের অনেকের ব্যাপারে উসমানি সুলতানদের হয়তো কোনো নলেজও ছিল না। এতৎসত্ত্বেও এসবের ব্যাপারে কোনো অবৈধতার ফাতওয়া গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ছাড়া কেউ জারি করেছিল বলে আমার জানা নেই।

আকাবিরদের জীবনীর এসব দিক নিয়ে কি আমরা আদৌ ভাবি না? অন্যথায় আমাদেরকে যেসব উসুল শেখানো হয়, তার আলোকে তো এগুলোকে বৈধ ভাবার কথা নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভালোবাসার আরেক নাম দারুল উলুম দেওবন্দ। আমরা দারুল উলুম দেওবন্দকে ভালোবাসি। সর্বোপরি আমরা দারুল উলুম দেওবন্দের দিকে সম্পৃক্ত হওয়াকে গর্বের বিষয় মনে করি। দারুল উলুম একটি ধারা, একটি আদর্শ। তবে লক্ষণীয় যে, তা শরিয়াহর কোনো কষ্টিপাথর বা মাপকাঠি নয়।

দারুল উলুম দেওবন্দের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এমনকি কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে খোদ দারুল উলুমেই বিভক্তি হয়েছে। একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেওবন্দ দু-ভাগ হয়েছিল। এক পক্ষ সে বিষয়টাকে ওজর হিসেবে দেখেছিল, আরেক পক্ষ আদর্শের ওপর অবিচল ছিল। এক পক্ষ নানুতবি রহ.-এর সন্তানদেরকে দোষারোপ করছিল, আরেক পক্ষ মাদানি পরিবারকে অভিযুক্ত করছিল। ভারত-পাকিস্তান বিভাজনের সময় যেমন এক পক্ষ থানবি রহ.-এর পক্ষাবলম্বন করেছিল, আরেক পক্ষ মাদানি রহ.-এর আদর্শের ওপর অবিচল ছিল।

দারুল উলুম ভারতের মতো একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠান টেকানোর স্বার্থে কখনোসখনো হিকমাহস্বরূপ কিছু কাজ করে থাকে; বাহ্যদৃষ্টিতে যেগুলো অসুন্দর ঠেকে। তাদের সে সকল কৌশলের ব্যাপারেও দেওবন্দি ঘরানার সব আলিম একমত, বিষয়টা তা-ও নয়। যেমন, প্রতিষ্ঠানের ভেতর বিজয় দিবস পালিত হওয়া, সেকুলারিজমের পক্ষে কথা বলা, তানজিমের বিপক্ষে বিবৃতি দেওয়া, তাবলিগের উভয় গ্রুপের সর্বপ্রকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা। সচেতন যে-কেউ বুঝবে যে, এগুলো দেওবন্দি আদর্শ নয়; প্রতিষ্ঠান বাঁচানোর কৌশলমাত্র। দারুল আমানে বসে চুক্তিবদ্ধ কুফফারকে ধোঁকা দেওয়ার পদ্ধতিমাত্র।

চেতনা থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক	বিষয়
স্বপ্নের চেয়েও বড়	মাহমুদ তাশফীন	আত্মশুদ্ধি
তাহাজ্জুদ শেষ প্রহরের ডাক	ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া	ইবাদাত
ইকরা বিসমি রাব্বিকা	ড. আয়েয আল কারনী	ইলম শেখার দিকনির্দেশনা
সৌভাগ্যের দুয়ার	ড. আয়েয আল কারনী	আত্মশুদ্ধি
রাজার মত দেখতে	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
শিক্ষিত বালক	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে	ড. সালিহ আল মুনাজ্জিদ	আত্মশুদ্ধি
ইলম অন্বেষণে সফর	ড. সালিহ আল মুনাজ্জিদ	ইলম
মহাবীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি	কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ	ইতিহাস
স্মরণীয় মনীষী	জুবাইর আহমদ আশরাফ	জীবনী
ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস পাঠের দিকনির্দেশনা
সিন্দু থেকে বঙ্গ	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
মুখতাসার রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	কুরআনি চিকিৎসা
নির্মল জীবন	ইমরান রাইহান	আত্মশুদ্ধি
শাজারাতুদ দুর	নুরুদ্দিন খলিল	ইতিহাস
মাওয়ায়েজে সাহাবা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
আকিদার মর্মকথা	সামিরুদ্দিন কাসেমি	ঈমান আকিদা
সালাফদের ইবাদাত	মাহমুদ তাশফীন	ইবাদাত
সকাল সন্ধ্যার দুআ ও যিকির	মুফতি ইবরাহীম হাসান	দুআ ও যিকির
ইলাল কুরআনিল কারীম	তাওসীফ মুসান্না	কুরআন শিক্ষা
মুসলিম জাতির ইতিহাস	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস

প্রকাশিতব্য

বই	লেখক	বিষয়
নবিজি : যেমন ছিল তার দিনগুলো		সিরাত
স্বপ্নের ব্যাখ্যা	আলী হাসান উসামা	স্বপ্নের ব্যাখ্যা
সাফাভি সাম্রাজ্য	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
ইমাম গাজালির নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
ইবনে তাইমিয়ার নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
হাসান বসরির নাসিহা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
উমাইয়া সাম্রাজ্য	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
খিলাফাহ ইসলামি রাষ্ট্রভাবনা	ইমরান রাইহান	রাষ্ট্র পরিচালনা
পলাশি থেকে ধানমণ্ডি	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
পশ্চিমা সভ্যতার মূল্যভিত্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা : পরিচয় ও উদ্দেশ্য	আব্দুল্লাহ বিন বশির	পুঁজিবাদ
রুকইয়াহ-২	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	কুরআনি চিকিৎসা
সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া	মুফতি মোহাম্মদ শফি রহ.	সিরাত
ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম	সদরুল আমীন সাকিব	ইসলামধর্ম